সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৯

লেখকের ভূমিকা ১১

রচনার লক্ষ ১৫

প্রথম অধ্যায় ১৮

তাজকিয়া ও আত্মশুদ্ধির পরিচয় ১৯

তাজকিয়া শব্দের উৎস এবং কুরআনে এর ব্যবহারসমূহ ২৪

নফসের পরিচয় ২৬

নফসের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন অবস্থা ২৯

নফসের বিভিন্ন অবস্থা ৩৪

আত্মশুদ্ধির প্রকারভেদ ৪২

আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের সম্পর্ক ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩

ভূমিকা ৫৪

তাজকিয়ায়ে নফস ও আত্মশুদ্ধির জ্ঞানার্জন ৫৫

মুহাসাবা, মুরাকাবা ও মুজাহাদা ৬৫

মুহাসাবা (আত্মহিসাব) ৬৬

মুরাকাবা (আল্লাহর সদা পর্যবেক্ষণের ধ্যান) ৭১

মুজাহাদা (নফসের সাথে সংগ্রাম) ৭৪

নেক আমল ৮২

নামাজ ৮৪

আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নামাজের বিশেষ ফল ও ভূমিকা..... ৮৫
রোজা..... ৯০
আত্মশুদ্ধি অর্জনে রোজার উল্লেখযোগ্য কিছু ভূমিকা.....৯২
জাকাত ও দানসদকা.....৯৭
আত্মশুদ্ধি অর্জনে জাকাত ও দানসদকার ১০০
কিছু ভূমিকা ও প্রভাব ১০০
হজ..... ১০৩
হজের মাধ্যমে উপকারিতা লাভের কিছু শর্ত ১০৫
আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে হজের কিছু ভূমিকা..... ১০৮
নফল আমল..... ১১২
আত্মশুদ্ধি অর্জনে নফল আমল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ১২২
অন্তরের ধ্যান-খেয়াল জাগ্রত করার কিছু সহায়ক উপাদান..... ১২৪
আত্মশুদ্ধি অর্জনে নফল আমলের ভূমিকা ও প্রভাব ১২৭
আল্লাহর সৃষ্টি, মৃত্যু ও কেয়ামতের ভয়াবহতা.....১৩২
নিয়ে অধিক পরিমাণে চিন্তাভাবনা করা ১৩২
তাফাক্কুরের পথ-পদ্ধতি ১৩৩
নফসে শয়তান প্রবেশের পথসমূহ এবং তা রুদ্ধ করার উপায় ১৪২
নফসে শয়তানের প্রবেশপথ ১৪৩
সালেহিন বা নেক বান্দাদের সাহচর্য ১৬০
ইলমে নাফে বা উপকারী ইলম.....১৮১
বিবিধ উপকরণ.....১৮৭

তৃতীয় অধ্যায় ১৯০

১. আত্মশুদ্ধি প্রচেষ্টা দাওয়াতের পথে অবসাদ ও বিকৃতির সামনে সুরক্ষা .১৯০

২. আত্মশুদ্ধি দ্বীনের দায়ির উত্তম পাথেয় (দাওয়াতের ধারাবাহিকতা).....১৯৩

৩. আত্মশুদ্ধি কল্যাণের পথে প্রেরণা জোগায়.....১৯৬

৪. আত্মশুদ্ধির আলোকে দাওয়াতি পথ অবলোকন ১৯৯

৫. আত্মশুদ্ধি পরিবর্তনের শক্তিশালী উপাদান.....২০২

৬. আত্মশুদ্ধি দাওয়াতি পথের কষ্ট বহনে শক্তি-সাহস জোগায় ২০৪

৭. আত্মশুদ্ধি দাওয়াতের জন্য ভেতরের সত্তাকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে ..২০৯

৮. আত্মশুদ্ধি ও দ্বীন প্রচারকদের আত্মগঠন ২১২

৯. আত্মশুদ্ধি ফলপ্রসূ দাওয়াতের মাধ্যম (দায়িদের আমলসম্পন্ন আদর্শ জীবনাচার)..... ২১৪

১০. আত্মশুদ্ধি ও দায়ি জীবনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি.....২১৬

১১. আত্মশুদ্ধি ফেতনা-ফ্যাসাদ, বিপদাপদ, অস্থিরতা থেকে ইসলামি দাওয়াতকে হেফাজত করে.....২১৮

১২. আত্মশুদ্ধি দাওয়াত ও দায়িদের বরকত লাভের মাধ্যম (আত্মশুদ্ধি ও প্রভুর সাহায্য) ২২১

সমাপ্তি ২২৩

গ্রন্থসূত্র ২২৫

উৎসর্গ

পরিবর্তনের পথে আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বনকারীদের প্রতি...

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ো অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন; যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন—যদিও ইতঃপূর্বে তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল।'[১]

---

১ সুরা আলে ইমরান : ১৬৪

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যাঁর দয়ায় মানুষ আত্মশুদ্ধি লাভ করে। অগণিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মহান আল্লাহর প্রিয় হাবিবের ওপর, যার দিকনির্দেশনায় মানবজাতি আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত হয়। তদ্রূপ রহমত ও শান্তির বর্ষণে সিক্ত হোন মহান সাহাবি ও তাবেয়িগণ থেকে শুরু করে যুগে যুগে আগত আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দা, অলি-আউলিয়া ও সুফিয়ায়ে কেরাম; যারা হাজার বছর ধরে উম্মাহর আত্মশুদ্ধির জন্য অক্লান্ত মেহনত করে গেছেন এবং আজও করছেন।

আমাদের প্রত্যেকের মনেই আল্লাহর অলি ও প্রিয় বান্দা হওয়ার আগ্রহ কাজ করে। বস্তুত আল্লাহর অলি হওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। এর জন্য আকাশে ওড়া বা সমুদ্র ভেদ করে চলা জরুরি নয়। কাশফ, কারামত তো আল্লাহর বিশেষ দান। আপনার মধ্যে যদি ইচ্ছা থাকে আল্লাহর অলি হওয়ার, তবে এটা খুব সহজেই আপনি অর্জন করতে পারেন। পথটি তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পথ; নফসে আম্মারাকে নফসে মুতমায়িন্নায় পরিবর্তনের পথ। বিশুদ্ধ হৃদয় ঠিক যেন কাঠ ফাটা রোদে পোড়া কাঠের মতো, যার মধ্যে আল্লাহর প্রেম ও সান্নিধ্যের আগুন ধরা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। অন্যদিকে অন্তরের শুদ্ধি কেবল আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যই জরুরি নয়, এটা মুক্তিরও শর্ত বটে।

তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক এক দায়িত্ব ছিল, মানবজাতির তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধিদান। আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, দ্বীন-ধর্ম ও শরিয়ত আগমনের উদ্দেশ্যই মূলত মানবহৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক করা। বস্তুত মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন একটি নির্মল হৃদয়। ইহজগৎ ও পরজগৎ—উভয় স্থানেই মানবের মুক্তি ও সফলতার চাবিকাঠি তার হৃদয়ের শুদ্ধতা ও সততা।

কিন্তু অতি দুঃখ ও আফসোসের সাথে লক্ষ করতে হয়, যে বিষয়ের ওপর মানবজাতির মুক্তি ও সফলতা নির্ভর করে আছে, যার অনুপস্থিতি আমাদের প্রতিনিয়ত আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরায়, সে বিষয়েই আমাদের বর্ণনাতীত অবহেলা। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চার উপায়—দাওয়াত, তালিম, তাজকিয়া ও জিহাদের মাঝে তাজকিয়া অর্জনের প্রতি আমাদের সীমাহীন উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। অথচ দ্বীনের অন্যান্য দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও এই তাজকিয়াই শক্তি ও দুর্বলতার কেন্দ্র।

তাই মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি সদুপদেশের লক্ষ্যে তাদের সামনে আবারও তাজকিয়ার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব তুলে ধরতে আমাদের এ আয়োজন। বইটিতে আত্মশুদ্ধিবিষয়ক জরুরি জ্ঞান ও উপাদানগুলো নাতিদীর্ঘ উপস্থাপনায় সহজ ভাষায় আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন পাঠকের জন্য তাজকিয়াবিষয়ক প্রথম বা প্রাথমিক পাঠে বইটি খুবই উপকারী হবে ইনশাল্লাহ। আশা করি, আপনি এর সিঁড়ি বেয়ে চলে যেতে পারবেন আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ের পথে।

বইটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংকলক মহোদয় বিভিন্ন মনীষীর গ্রন্থ থেকে সহায়তা নিয়েছেন। বিশেষত তাত্ত্বিক দিকগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্য সংকলকের চয়ন ছিল সুগভীর। তবে চেষ্টা করা হয়েছে, সেসব আলোচনাকে যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় আলোচনা করার। মূলমর্মটুকু যেন একটু মনোযোগ দিলেই সহজে ধরা যায়, তার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি বইটিকে আরও সুন্দর ও উপকারী করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্ধন, পরিমার্জনের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে। মূলকথা, আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল বইটির উপকারিতা ও সহজবোধ্যতা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করার। তবে এরপরও কোথাও কোনো অসংগতি, ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক বলতে পারি না। একমাত্র আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সে দাবি মানায়। অতএব, হিতাকাঙ্ক্ষী পাঠকগণের নিকট কামনা থাকবে, যেকোনো ধরনের সতর্কীকরণ কিংবা পরামর্শ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার।

পরিশেষে এই বইয়ের সংকলক, প্রকাশক, অনুবাদক ও প্রুফরিডারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মহান রব তাঁর দয়ার সীমায় আশ্রয় দান করুন, সকল পাঠকের জন্য একে উপকারী ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যম বানান এবং কেয়ামতের মাঠে এর ওসিলায় সকলকে মুক্তি দান করুন।

সদরুল আমীন সাকিব

নেত্রকোণা

২৮/০৬/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য; যিনি আমাদের সুমহান দ্বীন ইসলামের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন এবং এ দ্বীনের পথ দীপ্তকারী আলো প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তারপর এ জীবনবিধানের পথনির্দেশনা দ্বারা হৃদয়ে আত্মশুদ্ধির নির্মলতা বইয়েছেন এবং এর উজ্জ্বল কিরণপাতে তাকে আলোকিত, উদ্ভাসিত করেছেন।

এ পর্যায়ে আমরা মহান রবের নিকট আকুল নিবেদন জানাচ্ছি, জগতের করুণা খ্যাত প্রিয়নবি মুহাম্মাদের প্রতি তিনি যেন বর্ষণ করেন রহমত ও শান্তির ধারা, যিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন আমাদের রবের নিদর্শন পাঠ করে শোনাতে, মানবজাতিকে আত্মশুদ্ধির নির্মল পথে পরিচালনা করতে এবং এই অক্ষরজ্ঞানহীন জাতিটিকে কিতাব ও প্রজ্ঞার মহান শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। তার সাথে রহমত ও শান্তির বর্ষণে সিক্ত হোক প্রিয় হাবিবের সাহাবায়ে কেরাম, পূত-পবিত্র আহলে বাইত এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁদের পূর্ণাঙ্গ অনুসারীবর্গও।

পরসমাচার

একটি উচ্চাভিলাষী, উন্নত হৃদয়ে যেসব ইচ্ছা ও সংকল্পের জন্ম নেয়, তার মধ্যে আপন মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আত্মশুদ্ধ করে তোলার সংকল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, এই শুদ্ধি-অভিযানের মাধ্যমে মনমানসকে পবিত্র করা হয় শিরকের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে। প্রবৃত্তিকে পরিচ্ছন্ন করা হয় মহান রবের অবাধ্যতা ও পাপাচারের আবর্জনা থেকে এবং তাকে এমন ইলম, আমল ও কথাবার্তার অধিকারী করা হয়, যার সংস্পর্শে তা হয়ে উঠতে পারে বরকতময় ও পবিত্রতার অধিকারী পুণ্যাত্মা।

মূলত আত্মশুদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, মানুষের মাঝে যারা অপরের দিকনির্দেশক ও সংশোধক শ্রেণি, স্বয়ং তারাই সর্বপ্রথম এটা অর্জন করে থাকেন। যেমন : দেখুন, সবার প্রথম এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুলগণ। তাঁরাও অন্যকে সংশোধন করার পূর্বে প্রথমে নিজেদের মনমানস ও হৃদয়কে উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ করেছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আপন নবি ও রাসুলদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, বান্দাদের মাঝে তাঁর এ বিধান পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন যেন সুউচ্চ শৃঙ্গের উপমা!

এভাবে নিজেদের কার্য সফল করার পর নবি-রাসুলগণ দ্বিতীয় আদেশ পালনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁদের

প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে আল্লাহর অন্য বান্দাদেরও পরিশুদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। যেমন : আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআনের নির্দেশনা দেখতে পাই—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

'(হে নবি!) আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন, আর যা তাদের জন্য বরকতের কারণ হবে।'[২]

অন্য আয়াতে নবির দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'(এ অনুগ্রহ ঠিক সে রকম) যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসুল করে প্রেরণ করেছি; যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করেন, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা প্রদান করেন এবং অজ্ঞাত বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেন।'[৩]

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ো অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন; যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন—যদিও ইতঃপূর্বে তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল।'[৪]

তাই স্পষ্টই বুঝে আসে, আত্মশুদ্ধি করা যেহেতু মহান নবি-রাসুলগণেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, তাই প্রতিটি মুসলমানেরই এক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা অতীব জরুরি। বিশেষত দ্বীনের দায়ি, জনমানুষের দিকনির্দেশক, সংশোধক এবং দ্বীন শিক্ষাদানকারীদের জন্য তো এতে মনোযোগ প্রদান করা বিশেষ কর্তব্য!

---

২ সুরা তওবা : ১০৩
৩ সুরা বাকারা : ১৫১
৪ সুরা আলে ইমরান : ১৬৪

আমরা জানি, কেউ যদি নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে পারে, তবে তার ভেতর-বাইরের চিত্র খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তার কথাবার্তা ও কাজকর্মে প্রতিফলিত হয় সুস্থতা ও সুষ্ঠুতার স্পষ্ট ছাপ। তাই এটা অতি জরুরি ঠিক; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—আমরা যদি কলুষতার ব্যাপারে কোনো ধারণা ছাড়াই কোনো অন্তরের পেছনে শুদ্ধি প্রচেষ্টা ব্যয় করি; কী রোগ বয়ে চলছে, সে ব্যাপারে থাকি অন্ধকারে, তবে আমাদের সীমাহীন প্রচেষ্টাও কিছুটা বাহ্যিক শুদ্ধি ছাড়া চূড়ান্ত কোনো ফল বয়ে আনবে না—যেন অসুস্থতার রহস্য ও মূল কারণ চিহ্নিত করা ছাড়াই দেহ থেকে দুর্বলতা ও বিবর্ণতা কাটানোর জন্য এত কষ্ট করা হলো। ফলে কিছু সময় পরপর সেই একই রোগ বারবার আক্রমণ করবে তাকে।

তাই আমরা যদি প্রথমেই রোগের পরিচয় জেনে নিয়ে তার কেন্দ্র চিহ্নিত করে দেহের গভীরে চিকিৎসা কার্যকর করতে পারি, তবে দেখব—শারীরিক দুর্বলতা ও বিবর্ণতার ন্যায় বাহ্যিক সমস্যাগুলো জড় থেকেই উপড়ে গেছে। কখনোই কোনো বাজে ছাপ এদের দেহে ফুটে উঠবে না। যেমন : আমরা অনেক সময় দেখেছি, কোনো নিকৃষ্ট ও দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী ব্যক্তির হৃদয়েও যখন ইমান প্রবেশ করে, তখন তার মধ্যেও সূচিত হয় এক অভাবনীয় পরিবর্তন! বস্তুত এটা তার ভেতরের কলুষতার মধ্যে প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়ারই প্রভাব।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, মুসলিম অঞ্চলগুলোতে আত্মশুদ্ধির জন্য যেই অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় হয়, অধিকাংশ সময় তা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। বস্তুত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গণে এত অধিক ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ এটাই যে, শুদ্ধি অর্জনের জন্য যে সকল মানুষ প্রবৃত্ত হয়, তারা সঠিক পন্থা ও সঠিক প্রক্রিয়ায় পরিচর্যা পায় না। প্রথমে তাদের মূল সমস্যা ও রোগ নির্ণয়, তারপর যথাযথ চিকিৎসাদানের মাঝে থাকে অবহেলা। ফলে তারা পূর্ববৎই থেকে যায়।

মূলত মানুষের সংশোধন ও শুদ্ধতা সৃষ্টি হয় তারই ভেতর থেকে; দু-পাঁজরের পথ বেয়ে। তার আত্মশক্তি ও প্রেরণাই আত্মশুদ্ধির উৎসস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু। তাই একজন মানুষের হৃদয় যখন ইমান ও কুরআনের আলোয় পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, সে যখন সৎবাণী ও উত্তম আমলের মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করে, তখন তার বাহ্যিক আচারে দেখা যায় সুষ্ঠুতার ছাপ এবং তার ভেতরে সুদৃঢ় শিকড়ে দাঁড়িয়ে যায় সংশোধিত, পরিশোধিত এক হৃদয়বৃক্ষ।

সারকথা, মানবের দৃশ্যমান শুদ্ধতা তার ভেতরকার শুদ্ধির আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তার সুস্থ চলাফেরা ও বাহ্যিক সুষ্ঠুতা সর্বক্ষেত্রে তার আত্মশুদ্ধি ও আলোকময় হৃদয় অর্জনের শর্তে বাঁধা পড়ে থাকে। আর মানবজীবনের সার্বিক ভালো ও কল্যাণের পেছনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব জানে ইসলাম। তাইতো কুরআন বলে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

'যে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামাজ আদায় করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে।'[৫]

অন্যত্র বলে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

'যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে।' [৬]

অতএব, আজ আমরা যখন ইসলামি অঙ্গনে প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিয়োজিত, যখন কপালে চিন্তার রেখাপাত ঘটাচ্ছি উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার গভীর ভাবনায় এবং কীভাবে আমরা আমাদের সোনালি অতীত ফিরে পাব তার গৌরব, মর্যাদা ও নেতৃত্বসহ, সে মুহূর্তে আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির উন্নত বাহন দখলে আনা কত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, তা কারও নিকট অজানা নয়। এ সময় নিজেদের অন্তর ও প্রবৃত্তিকে অবিরত কঠিন অধ্যবসায়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করা এবং তা সংশোধনের জন্য পবিত্র কুরআন, নববি জীবনাচার, আর যেই সালাফে সালেহিন আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও দুনিয়ার বুকে নেতৃত্বদানকারী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের নির্মল জীবনযাপনের সামনে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব কত, সে কথাও বলা বাহুল্য।

---

৫ সুরা আলা : ১৪-১৫

৬ সুরা শামস : ৯

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাজকিয়া ও আত্মশুদ্ধির পরিচয়

শাব্দিক পরিচয়

তাজকিয়া : 'তাজকিয়া' (تزكية); শাব্দিকভাবে এটি বেশ কিছু অর্থ প্রকাশ করে। যেমন :

১. এর দ্বারা কখনো অর্থ নেওয়া হয় 'পবিত্রকরণ' (التطهير) ও 'পরিচ্ছন্নকরণ' (التنقية)। যেমন : এ অর্থের ব্যবহার দেখা যায় নিম্নোক্ত আয়াতে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

'যে (তার অন্তরকে) পরিশুদ্ধ করল, সে সফলতা লাভ করল।'[১১]

২. এটি কখনো ব্যবহৃত হয় 'প্রবৃদ্ধি' (التنمية والزيادة) অর্থে। যেমন : এ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

'(হে নবি!) আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন, আর যা তাদের জন্য বরকতের (তথা, আমল ও সৎ কাজসমূহ প্রবৃদ্ধির) কারণ হবে।'[১২]

৩. শব্দটি কখনো অর্থ নির্দেশ করে 'সংশোধন, শুদ্ধকরণ' (الإصلاح) শব্দের। যেমন : এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

'তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কেউই কখনো সংশোধন হতে পারতে না; তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সংশোধন করে থাকেন।'[১৩]

---

১১ সুরা শামস : ৯
১২ সুরা তওবা : ১০৩
১৩ সুরা নুর : ২১

কারও মতে, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যারা আয়েশা রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপের ঘটনায় জড়িত ছিল, তাদের ব্যাপারে। অর্থাৎ, তারা যে নিকৃষ্ট কাজ করেছ, সে বিবেচনায় আল্লাহর দয়া ও রহমত না থাকলে তারা কখনোই সে পাপ থেকে পবিত্র হতে পারত না এবং তাদের অবস্থার সংশোধন সম্ভব ছিল না।[১৪]

৪. এ শব্দ কখনো 'প্রশংসা' (المدح والثناء) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন : এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

'সুতরাং, তোমরা আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হয়ো না। তিনি ভালোভাবেই জানেন, কে তাঁকে ভয় করে।'[১৫]

একই অর্থের ব্যবহার পাওয়া যায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদিসে। যেমন : প্রথমে জয়নব রা.-এর নাম ছিল বাররাহ (সৎ, নেককার)। তখন নবিজি তাঁর এ নামের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন—'সে নিজেই নিজের প্রশংসা করছে নাকি!' তারপর তিনি তাঁর নতুন নাম রাখেন 'জয়নব'।[১৬]

আমরা এখানে তাজকিয়া শব্দের বেশ কিছু শাব্দিক অর্থের ব্যাপারে অবগত হলাম। তবে প্রকৃতপক্ষে এ সকল অর্থের মাঝে কোনো পারস্পরিক বিরোধ ও দূরত্ব নেই; বরং ক্রমান্বয়ে প্রতিটি অর্থই মানবহৃদয়ের ওপর বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। যেমন : আত্মশুদ্ধি ও তাজকিয়া চর্চাকারী ব্যক্তির হৃদয় সর্বপ্রথম পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত হয়। তারপর সে হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় উত্তম গুণাবলির প্রবৃদ্ধি এবং তা মজবুত আকার ধারণ করে। এভাবে হৃদয় যখন পরিপূর্ণ সংশোধিত ও বিশুদ্ধ রূপ ধারণ করে, তখন সে হৃদয়ের মাঝে ফুটে ওঠে এর এক অনিবার্য চিহ্ন ও নিদর্শন, তথা সকলেই তার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে লিপ্ত হয়। পরিশুদ্ধ, তাকওয়াবান ব্যক্তিরা যখন মানুষের পাশাপাশি অবস্থান করে, তখন প্রশংসাই হয় তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে তারা যদি অগোচরে, অপরিচিতরূপেও থাকে, কিন্তু তাদের কল্যাণ ও শুদ্ধতার ব্যাপারে মানুষ জেনে ফেলার পর ঠিকই তারা তাদের দ্বারা উপকার লাভের জন্য ছুটে আসে। যেমন : কুরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে এমনই এক বিবরণ রয়েছে—

---

১৪ *তাফসিরে বাগাবি*, ৩/৩৯৫

১৫ সুরা নাজম : ৩২

১৬ *সহিহ মুসলিম*, ২১৪১, ২১৪২